হাফিজা বলে, "এসব তথ্য উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসে পাওন যাইব। সবাই মনে রাখবা, শুধু স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কৃষি অফিস বা যুব উন্নয়ন অফিসই না, বাংলাদেশের যেকোনো সরকারি অফিস ও এনজিওতে কেউ আবেদন করলে তারা তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য।'

সব শুনে সমিতির কনিষ্ঠ সদস্য রিনা বলে, "ভিজিএফ, বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতাসহ সব ভাতা পাওনের নিয়ম কী, এসব ভাতা সঠিকভাবে দেওয়া হইতাছে কি না আমি জানতে চাই। আমার দাদি কেন বয়স্ক ভাতা পাইতাছে না, আমি তাও জানতে চাই।"

"এগুলো জানতে হইলে তোমারে ইউনিয়ন পরিষদ সচিবের কাছে আবেদন করতে হইব। তিনি হইলেন ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।"

রিনা জানতে চায়, "দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কী?"

"সব অফিসে আবেদন নেওন ও তথ্য দেওনের লাইগা তথ্য অধিকার আইনে একজন কর্মকর্তা থাকনের বিধান আছে। তিনি হইলেন 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা'। তথ্যের জন্য এই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে আবেদন করতে হয়।"

সমিতির সাধারণ সম্পাদক হামিদা আপা এতক্ষণ চুপচাপ সব শুনছিলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, "দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যদি তথ্য না দেন, তাইলে কী করুম?"

আবেদন করে তথ্য না পেলে আপীল...

হামিদা আপার প্রশ্ন শুনে হাফিজা বলতে থাকে– "দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য না দিলে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে 'গ' ফরম পূরণ করে আপীল করতে হয়। যে অফিসে তথ্য চাইয়া আবেদন করা হইছে তার ওপরের অফিসের প্রধানের কাছে আপীল করতে হইব। যেমন– কেউ যদি উপজেলা কৃষি অফিসে আবেদন করে, তাইলে আপীল করতে হইব জেলা কৃষি অফিসের প্রধান 'উপ-পরিচালক'-এর কাছে।

"অবশ্য যাগো ওপরের অফিস নাই, তাগো ক্ষেত্রে একই অফিসের প্রধানের কাছে আপীল করতে হইব। যেমন ইউনিয়ন পরিষদে সচিবের কাছে আবেদন কইরা তথ্য না পাইলে পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে আপীল করতে হইব।

"আপীল আবেদন পাওনের ১৫ দিনের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল নিষ্পত্তি করবেন। তিনি তথ্য দিয়া দিতে কইবেন বা আপীল আবেদন গহণযোগ্য না হইলে বাতিল কইরা দিবেন।"

হামিদা আপা আবার প্রশ্ন করেন, "আপীল কইরাও যদি তথ্য না পাই?"

সবার ওপর তথ্য কমিশন: কমিশনে অভিযোগ করতে হবে

হাফিজা বলে, "ঢাকায় তথ্য কমিশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। আপীল কইরাও তথ্য না পাইলে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করতে হইব। তথ্য কমিশন সেই অভিযোগের শুনানি করবেন। তারপর তথ্য প্রদানযোগ্য হইলে তথ্য প্রদানের নির্দেশ দেবেন। অভিযোগ গুরুতর হইলে তথ্য কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জরিমানা করতে পারবে। প্রয়োজনে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করতে পারবে।"

রিনা আবার জানতে চায়, "আমার প্রশ্ন হলো, সরকার সব তথ্য জনগণনে দিব ক্যান? এতে সরকারের কাজের অসুবিধা হইব না?"

হাফিজা বলে,"এতে সরকারের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হইব এবং দুর্নীতি কইমা আইব। সমস্যা হইব তাগো, যাগো কামের মইদ্যে সমস্যা আছে। জনগণ দেশের সব ক্ষমতার মালিক; সব সম্পদের মালিক। জনগণের টাকায় দেশ চলে। তাই সব টাকার হিসাব, সব কাজের হিসাব জনগণ তো বুইঝা নিবই।"

এতক্ষণে সমিতির সহসভাপতি নাজু আপা বলে, আমাদের চারপাশের সেবা কার্যক্রম নিয়ে আমাদের অনেক প্রশ্ন আছে। আমরা এসব তথ্য জানার জন্য আবেদন করতে চাই।

হাফিজা দৃঢ় স্বরে বলে, "অবশ্যই আমরা আবেদন করব।"

সমিতির সদস্যরা তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করতে শুরু করে। এতে এলাকার সাধারণ মানুষও তথ্য চাইতে উদ্বুদ্ধ হয়। ফলে এলাকার সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানের ওপর জনগণের নজরদারি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেউ তথ্য চেয়ে আবেদন করতে চাইলে সমিতির সদস্যরা তাদের সহায়তা করতে এগিয়ে আসে।

হাফিজা এর মধ্যে কৃষি অফিসের সকল তথ্য পেয়েছে। সমিতির পক্ষ থেকে তথ্য বিশ্লেষণ করে তারা দেখেছে যে উপকারভোগীর তালিকায় এমন অনেকের নাম আছে, নিয়ম অনুসারে যাদের এই সেবা পাওয়ার কথা নয় এবং তালিকায় একমাত্র নারী হফিজা। সমিতির পক্ষ থেকে তারা উপজেলা কৃষি অফিসকে তা লিখিতভাবে জানায়। চিঠির জবাবে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে এখন থেকে তালিকা করার সময় তারা সতর্ক থাকবেন, যেন এই সেবা প্রকৃত ব্যক্তি পায় এবং এই তালিকায় যেন নারী কৃষকদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

হাফিজা সমিতির সদস্য এবং এলাকার সুধীজনদের সঙ্গে নিয়ে 'জাগ্রত নাগরিক কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠন করেছেন। সেবা প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই কমিটি কাজ করছে। তাদের একমাত্র হাতিয়ার তথ্য অধিকার আইন।

তথ্য অধিকার আইন এখন সবার স্বপ্ন পূরণের আশ্চর্য প্রদীপ।

স্বপ্ন পূরণের আশ্চর্য প্রদীপ

তথ্য অধিকার আইন আপনার জন্য
আসুন, তথ্য চেয়ে আবেদন করি; নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করি

তথ্য অধিকার আইনসংক্রান্ত যে কোনো সহায়তার জন্য

০১৭২৭৫৪৯৬৮৬

এমআরডিআই হেল্পডেস্ক

সকাল ৯টা-বিকাল ৫টা; রবি-বৃহস্পতি

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য কমিশন
USAID
Manusher Jonno Foundation
IDEA
MRDI
THE CARTER CENTER

হাফিজার খুব মন খারাপ

হাফিজার আজ মন খারাপ, খুব মন খারাপ। সব কাজ ফেলে বসে আছে সে। চোখে-মুখে রাজ্যের হতাশা। মাঝে মাঝে চৈতী দুপুরের হাওয়ার মতো দীর্ঘশ্বাস নামছে তার বুক চিরে। তার মূল সম্বল খেতের ফসল। সেই ফসল যদি ঘরে তুলতে না পারে তাহলে সারা বছর চলবে কী করে?

মধ্যবয়সি হাফিজার স্বামী লোকমান আলী অনেক দিন হলো অসুস্থ। হাঁপানি রোগ তার জীবনীশক্তি শুষে নিয়েছে, কাজ করার ক্ষমতা শেষ করে দিয়েছে। তাই সংসার চালানোর সব ভার হাফিজার ওপর। কয়েক কানি জমিতে সে চাষাবাদ করে। সারা বছরের চাল-ডাল খেতের ফসল থেকেই হয়, উদ্বৃত্ত ফসল বেচে হাতে কিছু টাকা-পয়সাও আসে।

সংসারখরচের বাকি টাকা আসে দোকানের লাভ থেকে। চাষাবাদের পাশাপাশি সে বাড়ির সাথে একটি দোকান চালায়। গ্রামের মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর অনেক কিছু তার দোকানে পাওয়া যায়। তিন বছর আগে সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে এই দোকান শুরু করেছিল। এর মধ্যে সমিতি থেকে নেওয়া ঋণ পরিশোধ করেছে। হাফিজা একটি নারী সমিতির সদস্য। গ্রামের নারীরা মিলে একতা মহিলা সমিতি নামে এই সমিতি গড়ে তুলেছে।

ফসল আর দোকানের আয় থেকে সংসার খরচ, স্বামীর চিকিৎসা, ছেলেমেয়ের লেখাপড়াসহ অন্যান্য খরচ চলে। ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ আর সংসারের দায়-বেদায়ের কথা ভেবে সে কিছু কিছু টাকা জমিয়েও রাখে। এজন্য সে স্থানীয় ব্যাংকে একটি অ্যাকাউন্ট খুলে নিয়েছে। হাফিজার দুই সন্তান, রানু আর রাজু। রানু এবার আইএ পরীক্ষা দেবে আর রাজু নবম শ্রেণিতে পড়ে।

সরকারি সেবা সুযোগ নয় 'অধিকার'

রাজু স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে দেখে, তার মা হতাশ ভঙ্গিতে ঘরের বারান্দায় বসে আছে। চোখে টলমল জল। রাজু এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, "কী হইছে মা?" টলোমলো জল এবার গড়িয়ে পড়ে, "ধানের খেতে রোগ লাগছে। ধান ঘরে না উঠলে সারা বছর খামু কী?"

মায়ের চোখে পানি দেখে রাজু বিপন্ন বোধ করে, "রোগ আছে, রোগের চিকিৎসাও আছে। ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে কৃষি অফিসের একজন কর্মকর্তা বসে, চলো তারে গিয়া জিগাই।"

"গত তিন দিন ধইরা ইউনিয়ন অফিসে ঘুরতাছি, তারে পাই নাই। শুনলাম সে ইচ্ছামতো আসে-যায়। বেশিরভাগ দিনই আসে না। কখন আসে কখন যায়, কেউ কইতে পারে না। আরো শুনলাম, কৃষি অফিস থাইকা নাকি কৃষকদের বিনামূল্যে সার, বীজ, কৃষি যন্ত্রপাতি এসব দেওয়া হয়। আমি তো এসবের হদিস কোনোদিন পাই নাই। নাকি আমি নারী বইলা আমাকে দেওয়া হয় না!"

রাজুর মাথায় তখন ঘুরপাক খাচ্ছে আজকের ক্লাসে ফরিদা আপার কথাগুলো– "সরকার যেসব সেবা দেয় সেগুলো সুযোগ নয়, অধিকার"। আজ তিনি 'তথ্য অধিকার' অধ্যায়টি পড়াচ্ছিলেন। আপা বলছিলেন, "কোথাও কোনো অধিকার ক্ষুণ্ন হলে জনগণ জবাব চাইতে পারে। এই জবাব চাওয়ার হাতিয়ার হলো, তথ্য অধিকার আইন।"

রাজু উত্তেজিত হয়ে বলে, "মা, চলো– ফরিদা আপার কাছে যাই।

আমার তথ্য জানার অধিকার

ফরিদা আপা তাদের তথ্য অধিকার আইন ও তার বিধানসমূহ বুঝিয়ে বলেন। ফরিদা আপার সহায়তায় হাফিজা উপজেলা কৃষি অফিসে তথ্য অধিকার আইন অনুসারে তথ্য চেয়ে একটি আবেদন করে। আবেদনে সে জানতে চায়–

- মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের পরামর্শ ও সহায়তার জন্য কী কর্মসূচি রয়েছে সে সংক্রান্ত তথ্যের কপি।
- কালিন্দী ইউনিয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার নাম এবং ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে তার উপস্থিতির সময়সূচি।
- বিগত ৬ মাসে ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে তার উপস্থিতি ও মাঠ পরিদর্শনসংক্রান্ত তথ্য। এই সময়ে তিনি কোন কৃষককে কী সহায়তা দিয়েছেন সে সংক্রান্ত তথ্য
- চলতি বছরে কালিন্দী ইউনিয়নে কৃষি প্রণোদনার সার, বীজ এবং কৃষি উপকরণ বরাদ্দ ও বিতরণসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য। এই উপকারভোগীদের মধ্যে কতজন নারী?
- সার, বীজ ও কৃষি উপকরণ বিতরণে উপকারভোগী নির্ধারণের পদ্ধতি ও শর্তাবলি।

আবেদনের পর উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা হাফিজার বাড়িতে এসে হাজির। হাফিজার খেত দেখে পরামর্শ দেন। তারপর কত কথা– "আমি তো আপনাদের সেবার জন্য আছি। আমাকে যখন ডাকবেন তখন চলে আসব" ইত্যাদি। এই কর্মকর্তা এখন মাঝে মাঝেই চলে আসেন ফসলের খোঁজখবর নেন, প্রয়োজনে সমস্যার সমাধান দেন। শুধু হফিজার নয়, তিনি নিয়মিত সব কৃষকের খেত পরিদর্শন করেন ও সমাধান দেন। তিনি জানান, কৃষি প্রণোদনার জন্য হাফিজার নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। হাফিজার ধানে এবার ভালো ফলন হয়েছে। হাফিজার মন এখন ভালো, অনেক ভালো।

সেদিন ফরিদা আপা বলছিলেন, জনগণ দেশের মালিক। শুনে হাফিজা হেসেছিল। এখন সত্যিই হাফিজার নিজেকে দেশের মালিক মনে হয়।

তথ্য দিতে বাধ্য সবাই আপনি যদি চান...

একদিন সমিতির সভায় হাফিজার কাছে সমিতির সভাপতি মোমেনা খালা জানতে চায়, "তোমার একখান আবেদনে তো সারা কৃষি অফিস বদলাইয়া গেছে। রহস্যটা কী কও দেহি হাফিজা।"

হাফিজা বলে, "আমি তথ্য অধিকার আইনে তথ্য চাইয়া কৃষি অফিসে একখান আবেদন করছিলাম।"

"ঘটনাটা আমাদের সবাইরে একটু খুইলা কও।"

হাফিজা বলে, ২০০৯ সালে বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন হইছে। এই আইনে কোনো নাগরিক তথ্য চাইলে কর্তৃপক্ষ তারে তথ্য দিতে বাধ্য।

হাফিজার কথা শুনে সবাই অবাক– "বাধ্য!"

হাফিজা বলতে থাকে, "হ্যাঁ, বাধ্য। কারণ তথ্য জানা আমাগো অধিকার। এই অধিকার নিশ্চিত করণের লাইগাই সরকার তথ্য অধিকার আইন পাস করছে।"

এরপর হাফিজা তার পুরো ঘটনা সবাইকে খুলে বলে। হাফিজা বলে, "আমি নিজে তথ্য চাইয়া কৃষি অফিসে আবেদন করছি। তথ্য চাইয়া আবেদন করনের লাইগা একটা নির্ধারিত ফরম আছে; 'ক' ফরম। সেই ফরম সঠিকভাবে পূরণ কইরা তথ্য চাইলে কর্তৃপক্ষ আবেদনের পর সর্বোচ্চ ২০ কার্যদিবসের মধ্যে সকল তথ্য দিতে বাধ্য। সব সরকারি অফিসে ফরমটি পাওন যাইবো।"

সমিতির সদস্য সপুরা খালা বলে, "হুনছি, খাসজমি ভূমিহীনেরা বরাদ্দ পায়। আমার তো থাকনের ভিটাটাও নাই? স্কুলের পাশের খাসজমিটা রহিম মোল্লার দখলে। ওইটা বরাদ্দ চাইয়া আবেদন করছিলাম দুই বছর হইল। কোনো খবর নাই। অহন আমি কি জানতে পারুম, জমিটা রহিম মোল্লার দখলে কেমন কইরা গেল আর আমার আবেদনেরই বা খবর কী?"

হাফিজা জবাব দেয়, "অবশ্যই জানতে পারবা, খালা। এগুলা জানতে তোমারে উপজেলা ভূমি অফিসে আবেদন করতে হইব।"

সমিতির সদস্য রিমা বিএ পাস করেছে। সে চাকরি না করে নিজে কিছু করতে চায়। সে শুনেছে যে, এ বিষয়ে যুব উন্নয়ন অফিস থেকে প্রশিক্ষণ ও ঋণ দেওয়া হয়। কিন্তু সে সঠিক তথ্যটি জানতে পারছে না। রিমা জিজ্ঞাসা করে, "আমি কি জানতে চাইতে পারব যে, আত্মকর্মসংস্থানের জন্য যুব উন্নয়ন অফিস থেকে কী কী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, সেখান থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে ঋণ দেওয়া হয়, প্রশিক্ষণ ও ঋণ পাওয়ার পদ্ধতি কী সে বিষয়ে?"